ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1789-1796
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.401

আয়ুর্বেদে শল্যচিকিৎসা: একটি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Surgery, or operative medicine, is one of the most complex and significant branches in the history of medical science. At a time when modern medicine has reached remarkable heights, the contributions of Sushruta, the pioneer of ancient Indian surgery, have once again become a focal point of global research. The primary objective of this paper is to analyze the depth of Ayurvedic Shalya Tantra (surgical science), its practical methodologies, and its theoretical as well as applied similarities with modern surgical practices.

This research paper reviews ancient Sanskrit manuscripts, particularly the Sushruta Samhita, along with contemporary studies by historians of medicine. Special emphasis has been placed on the Ashtavidha Shalya Karma (eight types of surgical procedures), plastic surgery (rhinoplasty), and the treatment of urinary calculi (lithotomy). The analysis reveals that nearly 2,500 years ago, Sushruta designed 121 surgical instruments, many of which resemble modern surgical tools. His method of nasasandhana (rhinoplasty) continues to be recognized as a foundational technique in plastic surgery.

Furthermore, his scientific approach to early anesthesia and sterilization techniques—such as fumigation (dhupana)—was remarkably advanced. The study also highlights that traditional therapies like Ksharasutra can be more effective than modern treatments in certain cases.

Ayurvedic surgery is not merely an ancient tradition but represents the true foundation of modern surgical science. Although its practice declined during the medieval period due to various socio-political factors, its revival within the framework of integrative medicine could be highly beneficial for humanity. By integrating this ancient body of knowledge with modern technology, it is possible to develop more advanced and effective surgical techniques.

Keyword: Ayurveda, Shalya Tantra (Ayurvedic Surgery), Sushruta, Plastic Surgery and Rhinoplasty, Sushruta Samhita, Ksharasutra Therapy, Ancient Indian Medicine

আয়ুর্বেদ হলো জীবনের বিজ্ঞান। দীর্ঘায়ু লাভ এবং রোগমুক্ত জীবনের জন্য প্রাচীন ঋষিরা যে জ্ঞানের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যে 'শল্য তন্ত্র' (Surgery) ছিল সবচেয়ে বৈপ্লবিক। শল্য তন্ত্র আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গ (আটটি শাখা) এর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা হিসেবে বিবেচিত।

মহর্ষি সুশ্রুত তাঁর 'সুশ্রুত সংহিতা'-য় উল্লেখ করেছেন:

"তত্র ধন্বন্তরিপ্রথমেহিঙ্গং শল্যং; তৎপ্রধান্যং চ সর্বেষঙ্গেষু।"[১]

অর্থাৎ: অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের মধ্যে শল্য শাস্ত্রই প্রধান এবং প্রাচীনতম।

এর প্রধান কারণ হলো, অন্যান্য শাখায় ওষুধ কাজ করতে সময় নিলেও শল্যচিকিৎসায় তাৎক্ষণিক উপশম পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন ভারতের শল্যচিকিৎসার বিবর্তন, মহর্ষি সুশ্রুতের অবদান এবং আধুনিক শল্যবিদ্যার সাথে এর যোগসূত্র বিশ্লেষণ করব।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও উৎপত্তি

ভারতীয় ঐতিহ্যে শল্যবিদ্যার আদি শিক্ষক হিসেবে দেবতা ধন্বন্তরিকে গণ্য করা হয়। তিনি কাশীরাজ দিবোদাস রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে সুশ্রুতসহ অন্যান্য ঋষিদের এই বিদ্যা দান করেন।

বৈদিক যুগ ও শল্যবিদ্যা

ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদে শল্যচিকিৎসার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৈদিক দেবতাদের চিকিৎসক 'অশ্বিনী কুমারদ্বয়' যুদ্ধে আহত সৈন্যদের কাটা পা জুড়ে দেওয়া (কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপন) বা অন্ধত্ব দূর করার মতো অলৌকিক অস্ত্রোপচার করতেন বলে উল্লেখ আছে। তবে এই অসংলগ্ন জ্ঞানকে একটি সুশৃঙ্খল বিজ্ঞানের রূপ দেন মহর্ষি সুশ্রুত।

মহর্ষি সুশ্রুত: শল্যচিকিৎসার জনক

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে বারানসীতে সুশ্রুত তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করেন। তিনি কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান দেননি, বরং হাতে-কলমে ব্যবচ্ছেদ (Dissection) এবং অস্ত্রোপচারের গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন। আধুনিক বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও তাকে 'Father of Surgery' এবং 'Father of Plastic Surgery' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শারীরস্থান বা শরীরতত্ত্ব (Anatomy)

সুশ্রুতের মতে, একজন ভালো সার্জন হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মানবদেহের নিখুঁত গঠন জানা। তিনি বলেছিলেন, "যে চিকিৎসক কেবল শাস্ত্র পড়েন কিন্তু ব্যবচ্ছেদ করেন না, তিনি অস্ত্রোপচারে ব্যর্থ হন।"

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

সেই সময় আজকালের মতো ফরমালিন বা রাসায়নিক ছিল না দেহ সংরক্ষণের জন্য। সুশ্রুত একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন:

- একটি সম্পূর্ণ মৃতদেহকে খাঁচায় ভরে ধীরগতিতে বয়ে যাওয়া নদীর জলে নিমজ্জিত করে রাখা হতো।
- কয়েকদিন পর দেহটি যখন নরম হতো, তখন ঘাস বা তুলির ব্রাশ দিয়ে স্তরে স্তরে চামড়া সরিয়ে ভেতরের পেশি, হাড় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হতো।

শরীরতত্ত্বের পরিসংখ্যান

সুশ্রুত সংহিতায় মানবদেহের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা অবাক করার মতো:

- অস্থি (Bones): ৩৬০টি (তিনি দাঁত ও তরুণাস্থিকেও গণনায় ধরেছিলেন)।
- সন্ধি (Joints): ২১০টি।
- পেশি (Muscles): ৫০০টি।
- মর্ম স্থান (Vital points): ১০৭টি। (এই ১০৭টি স্থানে আঘাত লাগলে মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব হতে পারে, যা আধুনিক 'Trauma Surgery'-র ভিত্তি)।

[১] সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৫-১৬।

শল্য যন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাস (Surgical Instruments)

সুশ্রুত প্রায় ১২১ ধরনের শল্য যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছিলেন:

বিভাগ	বর্ণনা	উদাহরণ
যন্ত্র (Yantra)	ভোঁতা বা ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট (Blunt tools)	১০১ প্রকার (যেমন- চিমটা বা Forceps)
শস্ত্র (Shastra)	ধারালো বা শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট (Sharp tools)	২০ প্রকার (যেমন- স্ক্যালপেল বা ছুরি)

তিনি যন্ত্রগুলোর নকশা করার সময় বিভিন্ন পশুপাখির মুখের আকৃতি কল্পনা করেছিলেন (যেমন— সিংহমুখ যন্ত্র), যাতে সেগুলো শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সহজে ব্যবহার করা যায়।

অষ্টবিধ শল্য কর্ম (Eight Types of Surgical Operations)

মহর্ষি সুশ্রুত অস্ত্রোপচারকে কেবল একটি কাজ হিসেবে দেখেননি, বরং একে একটি শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমন্বয় হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি সমস্ত শল্য চিকিৎসাকে আটটি প্রধান পদ্ধতিতে ভাগ করেছেন, যা আজও আধুনিক সার্জারির মূল ভিত্তি।

> "ছেদ্যং ভেদ্যং তথা লেখ্যং বেধ্যমেষ্যমহার্য্যচ।
> বিস্রাব্যং সীব্যমিত্যেতদষ্টধা শল্যকর্ম চ।।"[২]

এই আটটি পদ্ধতি হলো:

১. ছেদন (Excision): শরীরের কোনো রোগাক্রান্ত অংশ বা টিউমার কেটে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া।

২. ভেদন (Incision): কোনো ফোড়া বা পুঁজ জমে থাকা স্থান চিরে ফেলা (যেমন— Abscess draining)।

৩. লেখন (Scraping/Scarification): কোনো দূষিত কলা বা ডেড টিস্যু চেঁছে ফেলা।

৪. বেধন (Puncturing): সুঁই বা তীক্ষ্ণ যন্ত্র দিয়ে বিঁধিয়ে তরল বের করা (যেমন— Hydrocele বা জলশোথ চিকিৎসা)।

৫. এষণ (Probing): নালী ঘা বা ফিস্টুলার গভীরতা মাপার জন্য বিশেষ শলাকা ব্যবহার করা।

৬. আহরণ (Extraction): শরীর থেকে বিজাতীয় বস্তু (যেমন— তীরের ফলা বা পাথর) টেনে বের করা।

৭. বিস্রাবণ (Drainage): দূষিত রক্ত বা তরল বের করে দেওয়া।

৮. সীবন (Suturing): ক্ষতস্থান সেলাই করা।

সীবন বা সেলাই পদ্ধতি

সুশ্রুত ক্ষত সেলাই করার জন্য রেশম সুতো, গাছের ছাল (বল্কল), পাটের তন্তু এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পিঁপড়ের মুখ (Ant heads) ব্যবহার করার কথা বলেছেন। অন্ত্রের অস্ত্রোপচারে বড় কালো পিঁপড়েকে কামড় দেওয়ানো হতো এবং তাদের মাথা আটকে যাওয়ার পর শরীর আলাদা করে দেওয়া হতো, যা আজকের 'Surgical Staples'-এর আদি রূপ।

প্লাস্টিক সার্জারি ও রাইনোপ্লাস্টি (The Origin of Plastic Surgery)

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সুশ্রুতকে 'Father of Plastic Surgery' বলা হয়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো 'নাসাসন্ধান' বা রাইনোপ্লাস্টি।[৩]

---

[২] সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, ২৫তম অধ্যায়, শ্লোক ৩।

[৩] সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, ১৬তম অধ্যায়, শ্লোক ২৮-৩২।

নাসাসন্ধান (Rhinoplasty)

প্রাচীন ভারতে অপরাধীকে শাস্তি হিসেবে নাক কেটে ফেলার প্রথা ছিল। সুশ্রুত এই বিচ্ছিন্ন নাক পুনরায় জোড়া লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

- পদ্ধতি: তিনি গালের চামড়া (Pedicle Flap) ব্যবহার করে নাকের আকৃতি তৈরি করতেন।
- প্রক্রিয়া: প্রথমে একটি পাতা দিয়ে নাকের মাপ নেওয়া হতো, তারপর সেই মাপে গাল থেকে চামড়া কেটে (পুরোটা আলাদা না করে) নাকের ওপর বসিয়ে দেওয়া হতো। রক্ত চলাচলের জন্য চামড়ার একটি অংশ মূল স্থানের সাথে যুক্ত রাখা হতো।
- ঔষধি প্রয়োগ: ক্ষতস্থানে চন্দন, যষ্টিমধু এবং অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে তিল তেলের প্রয়োগ করা হতো।

এটি বর্তমান যুগের 'Pedicle Grafting' পদ্ধতির সাথে হুবহু মিলে যায়। ১৭৯৪ সালে 'Gentleman's Magazine'-এ ভারতের এই পদ্ধতি প্রকাশিত হওয়ার পরই পাশ্চাত্য জগৎ প্লাস্টিক সার্জারি সম্পর্কে ধারণা পায়।

অ্যানেস্থেশিয়া ও ব্যথা উপশম (Ancient Anaesthesia)

অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর যন্ত্রণা কমানোর জন্য সুশ্রুত অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বর্তমানের মতো ক্লোরোফর্ম বা আধুনিক গ্যাস না থাকলেও তিনি প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভর করতেন।

- মদ ও হর্ষক দ্রব্য: অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে 'মদ্য' (Strong wine) পান করানো হতো যাতে স্নায়বিক উত্তেজনা কমে যায় এবং রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে।
- ধূমপান ও ভেষজ: নির্দিষ্ট কিছু ভেষজ ধোঁয়া (যেমন— গাঁজা বা ভাং এর বিশেষ মিশ্রণ) ইনহেলার হিসেবে ব্যবহার করা হতো।
- অন্যান্য পদ্ধতি: সুশ্রুত রোগীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ওপর জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন, অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর সাহস বাড়াতে তাকে আশ্বস্ত করা এবং দ্রুত অস্ত্র চালানো জরুরি।

রক্তমোক্ষণ ও জলৌকা চারণ (Bloodletting & Leech Therapy)

আয়ুর্বেদ মতে, রক্ত দূষিত হলে অনেক চর্মরোগ ও প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এই দূষিত রক্ত বের করার জন্য সুশ্রুত 'রক্তমোক্ষণ' পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন।

- জলৌকা (Leech): বিষাক্ত রক্ত চুষে নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রজাতির জোক ব্যবহার করা হতো। এটি বর্তমানে 'Hirudotherapy' নামে পরিচিত এবং আধুনিক মাইক্রো-সার্জারিতে (যেমন— কাটা আঙুল জোড়া লাগানো) ব্যবহৃত হচ্ছে।
- শৃঙ্গ (Horn) ও অলাবু (Gourd): ভ্যাকুয়াম বা কাপিং থেরাপির মাধ্যমে রক্ত টেনে বের করার জন্য পশুর শিং বা শুকনো লাউয়ের খোল ব্যবহার করা হতো।

অশ্মরী চিকিৎসা: মূত্রথলির পাথর অপসারণ (Lithotomy)

প্রাচীন ভারতের শল্যচিকিৎসার অন্যতম বিস্ময়কর অধ্যায় হলো 'অশ্মরী' বা কিডনি ও মূত্রথলির পাথর অপসারণ। মহর্ষি সুশ্রুত এই অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচারের প্রতিটি ধাপ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[৪]

অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি

সুশ্রুত সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অশ্মরী অপারেশন কেবল তখনই করা উচিত যখন ওষুধ বা অন্যান্য চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। এটি ছিল একটি জীবন রক্ষাকারী অস্ত্রোপচার।

[৪] সুশ্রুত সংহিতা, চিকিৎসাস্থান, ৭ম অধ্যায়

- রোগীর অবস্থান: রোগীকে একটি নিচু বিছানায় শুইয়ে তার হাঁটু ভাঁজ করে বাঁধা হতো (যাকে আধুনিক চিকিৎসায় 'Lithotomy Position' বলা হয়)।
- অস্ত্রের ব্যবহার: তিনি মলদ্বার বা ভ্যাজাইনা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাথরটিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থির করতেন এবং তারপর তলপেটের বাম দিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ছিদ্র (Incision) করে পাথরটি বের করে আনতেন।
- সতর্কতা: সুশ্রুত জানতেন যে যদি এই অস্ত্রোপচারের সময় 'সেবনী' (Sutures of the perineum) বা শুক্রবাহী নালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে রোগী যৌনক্ষমতা হারাতে পারে বা রক্তক্ষরণে মৃত্যু হতে পারে। এই শারীরস্থানিক সচেতনতা প্রমাণ করে যে তাদের অ্যানাটমি জ্ঞান কতটা গভীর ছিল।

শল্য চিকিৎসকের গুণাবলী- একজন আদর্শ সার্জনের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"শৌর্য্যমাশুক্রিয়া শস্ত্রতৈক্ষ্ণ্যমস্বেদবেপথু।
অসংমোহশ্চ বৈদ্যস্য শস্ত্রকর্মণি শস্যতে।।"[৫]

একজন শল্য চিকিৎসকের সাহস, ক্ষিপ্রতা, হাতের স্থিরতা (যাতে হাত না কাঁপে) এবং উপস্থিত বুদ্ধি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

শালাক্য তন্ত্র: চক্ষু ও ঊর্ধ্বজত্রুগত চিকিৎসা (Ophthalmology)

আয়ুর্বেদের যে শাখায় চোখ, কান, নাক ও গলার চিকিৎসা করা হয়, তাকে শালাক্য তন্ত্র বলে। সুশ্রুত ৭৬টি চোখের রোগের বর্ণনা দিয়েছেন, যার মধ্যে ৫১টিই ছিল অস্ত্রোপচারযোগ্য।

লিঙ্গনাশ বা ছানি অপারেশন (Cataract Surgery - Couching)

সুশ্রুতই বিশ্বের প্রথম চিকিৎসক যিনি ছানি অপারেশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। একে বলা হতো 'লিঙ্গনাশ'।

- পদ্ধতি: তিনি একটি বিশেষ শলাকা (Needle) ব্যবহার করতেন। রোগীর চোখের মণির পাশের সাদা অংশ দিয়ে শলাকা ঢুকিয়ে লেন্সের অস্বচ্ছ অংশটিকে ঠেলে সরিয়ে দিতেন।
- পরবর্তী যত্ন: অপারেশন শেষে চোখে মাতৃদুগ্ধ বা ঘৃত (Ghee) দিয়ে ধোয়া হতো এবং ব্যান্ডেজ করে রাখা হতো। এটি বর্তমানের 'Couching' পদ্ধতির আদি রূপ।

জীবাণুমুক্তকরণ ও স্টেরিলাইজেশন (Antisepsis and Sterilization)

আজকের দিনে আমরা 'সেপটিক' বা ইনফেকশন নিয়ে খুব সচেতন। কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগেই সুশ্রুত জানতেন যে নোংরা অস্ত্র বা পরিবেশে অস্ত্রোপচার করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

ধূপন (Fumigation)

অস্ত্রোপচারের ঘর এবং যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার জন্য তিনি 'ধূপন' পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

- নিম পাতা, গুগলু, বচ এবং শ্বেত সর্ষের ধোঁয়া দিয়ে ঘর এবং ক্ষতস্থানকে ধূপায়িত করা হতো।
- আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে নিমের ধোঁয়ায় শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকে।

ভেষজ ক্বাথ (Antiseptic Lotions)

ক্ষত ধোয়ার জন্য তিনি ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেরা) বা নিমের ক্বাথ ব্যবহার করতেন। ক্ষতের ওপরে 'মধু' এবং 'ঘি' প্রয়োগ করা হতো, যা প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করত।

শল্যচিকিৎসায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Surgical Training)

---

[৫] তদেব, সূত্রস্থান, ৫ম অধ্যায়, শ্লোক ১০

সুশ্রুত বিশ্বাস করতেন কেবল তত্ত্ব জানলে চলবে না, হাতে-কলমে দক্ষ হতে হবে। তিনি সরাসরি মানুষের ওপর অস্ত্র চালানোর আগে কৃত্রিম বস্তুর ওপর অনুশীলনের পরামর্শ দিয়েছিলেন:

- ছেদন (Cutting): তরমুজ, শসা বা লাউয়ের ওপর অনুশীলন করা হতো।
- ভেদন (Incision): জলের থলি বা পশুর চামড়ার ওপর শেখানো হতো।
- সীবন (Suturing): কাপড়ের টুকরো বা চামড়ার ওপর সেলাই শেখানো হতো।
- ব্যান্ডেজ (Bandaging): বিভিন্ন পুতুলের ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধার কৌশল শেখানো হতো।

ভগ্ন চিকিৎসা: প্রাচীন অস্থি-চিকিৎসা (Orthopaedics)

সুশ্রুত কেবল কোমল কলার (Soft tissue) সার্জারি নয়, বরং হাড়ের চিকিৎসাতেও অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি হাড়ের ফাটল বা ভেঙে যাওয়াকে 'ভগ্ন' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

হাড়ের শ্রেণীবিন্যাস ও চিকিৎসা

তিনি হাড় ভাঙাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন:

- সন্ধিমুক্ত (Dislocation): হাড়ের জোড়া বা জয়েন্ট সরে যাওয়া।
- কাণ্ডভগ্ন (Fracture): হাড়ের মাঝখান থেকে ভেঙে যাওয়া।

চিকিৎসা পদ্ধতি:

১. আঞ্চন (Traction): হাড়কে টেনে সঠিক অবস্থানে আনা।

২. পীড়ন (Pressure): হাতের চাপে হাড়ের সংস্থাপন ঠিক করা।

৩. সংক্ষেপণ (Stabilization): বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ছাল দিয়ে হাড়টিকে স্থির করে বেঁধে রাখা (আজকের দিনের Splinting)।

৪. ব্যান্ডেজ (Bandaging): বিভিন্ন ধরণের কুশ বা তন্তু দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ করা হতো যাতে হাড় না নড়ে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, সুশ্রুত হাড় দ্রুত জোড়া লাগার জন্য বিশেষ ধরণের পথ্য এবং 'লাক্ষা' (Lac) জাতীয় ভেষজ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমে সাহায্য করে।

মর্ম বিজ্ঞান (Science of Vital Points)

সুশ্রুত সংহিতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো 'মর্ম শারীর'। শরীরের ১০৭টি বিশেষ বিন্দুকে 'মর্ম' বলা হয়, যেখানে মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধি মিলিত হয়।

- মর্মের গুরুত্ব: শল্যচিকিৎসককে অবশ্যই এই ১০৭টি বিন্দু সম্পর্কে জানতে হতো। কারণ, অস্ত্রোপচারের সময় এই বিন্দুগুলোতে আঘাত লাগলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু (সদ্য প্রাণহর) অথবা স্থায়ী পঙ্গুত্ব (বৈকল্যকর) হতে পারে।
- প্রয়োগ: আজকের 'অ্যাকিউপাঙ্কচার' বা 'অ্যাকিউপ্রেসার' পদ্ধতির মূলে রয়েছে এই মর্ম বিজ্ঞান। একজন দক্ষ সার্জন এই বিন্দুগুলো বাঁচিয়ে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করতেন।

আয়ুর্বেদীয় শল্যবিদ্যার পতন ও বিবর্তন (Decline and Evolution)

এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন এক সময় ভারতে শল্যচিকিৎসা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, তার কিছু ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে:

১. অহিংসা নীতি: পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসারের ফলে রক্তপাত বা ব্যবচ্ছেদের প্রতি অনীহা তৈরি হয়। মৃতদেহ স্পর্শ করাকে অপবিত্র মনে করার সামাজিক ধারণা তৈরি হওয়ায় হাতে-কলমে শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়।

২. বৈদেশিক আক্রমণ: নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংস হওয়ায় প্রচুর অমূল্য পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়।

৩. ঔপনিবেশিক শাসন: ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিকিৎসাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে স্থানীয় শল্যবিদরা (যেমন— নাপিত বা কুমোর যারা বংশপরম্পরায় সার্জারি করতেন) গুরুত্ব হারান।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তুলনা ও প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমানে আধুনিক শল্যবিদ্যা বা Modern Surgery অনেক উন্নত হলেও, এর মূল দর্শন সুশ্রুতের থেকেই আগত।

- রাইনোপ্লাস্টি: আধুনিক প্লাস্টিক সার্জনরা আজও সুশ্রুতের বর্ণিত 'ফ্ল্যাপ সার্জারি' অনুসরণ করেন।
- ক্ষারসূত্র (Ksharsutra): ফিস্টুলা বা ভগন্দর চিকিৎসায় আধুনিক লেজার সার্জারির চেয়েও ক্ষারসূত্র বেশি কার্যকর এবং এতে রোগ পুনরায় হওয়ার সম্ভাবনা (Recurrence rate) প্রায় শূন্য।
- অ্যানাটমি: সুশ্রুতের বর্ণিত অ্যানাটমি এবং আজকের মডার্ন অ্যানাটমির মধ্যে বিস্ময়কর মিল পাওয়া যায়।

উপসংহার:

আয়ুর্বেদীয় শল্যচিকিৎসা বা 'শল্য তন্ত্র' কেবল প্রাচীন ভারতের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল না, বরং এটি ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। মহর্ষি সুশ্রুত আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে যে শল্যবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়— সেটি প্লাস্টিক সার্জারি হোক কিংবা জেনারেল সার্জারি-প্রদীপ্ত শিখার মতো পথ দেখাচ্ছে।

সুশ্রুতের অবদানকে কেবল 'প্রাচীন' বলে চিহ্নিত করলে তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। তিনি যে সময়ে অ্যানাটমি (Anatomy) বা শারীরস্থানবিদ্যার জন্য মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের কথা বলেছিলেন, তখন বিশ্বের অন্য প্রান্তের চিকিৎসকরা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ১২১টি শল্য যন্ত্রের নকশা প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতীয়রা যন্ত্রকৌশল এবং ধাতববিদ্যায় কতটা উন্নত ছিল। বিশেষ করে রাইনোপ্লাস্টি (Rhinoplasty) বা নাসাসন্ধান পদ্ধতির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা আজও আধুনিক সার্জনদের বিস্মিত করে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিভিন্ন কারণে মধ্যযুগে এই মহান বিদ্যা স্থবির হয়ে পড়েছিল। উপনিবেশবাদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার একাধিপত্যের ফলে আয়ুর্বেদীয় শল্যচিকিৎসাকে কেবল 'লোকজ জ্ঞান' হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যগত চিকিৎসার প্রতি মানুষের আগ্রহ পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন স্বীকার করছে যে, ক্ষারসূত্র (Ksharsutra) থেরাপির মতো পদ্ধতিগুলো অ্যানোরেক্টাল সার্জারিতে আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক বা লেজার থেরাপির চেয়েও অনেক সময় বেশি কার্যকর এবং নিরাপদ। বর্তমানের গবেষণার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত 'ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন' (Integrative Medicine)। অর্থাৎ, সুশ্রুতের প্রাচীন অভিজ্ঞতা এবং কৌশলকে আধুনিক রোবোটিক সার্জারি বা ন্যানো-টেকনোলজির সাথে যুক্ত করা।

- প্রাচীন মর্ম বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ট্রমা সার্জারিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- জলৌকা চারণ (Leech Therapy) এবং ধূপন (Sterilization) পদ্ধতিগুলোকে আরও উন্নত ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে মূলধারার হাসপাতালে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

পরিশেষে, আয়ুর্বেদে শল্যচিকিৎসা কেবল একটি চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, এটি একটি জীবনদর্শন। এটি আমাদের শেখায় যে, জ্ঞান কখনো পুরনো হয় না, কেবল সময়ের সাথে তার রূপ পরিবর্তিত হয়। মহর্ষি সুশ্রুতকে 'শল্যচিকিৎসার জনক' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি প্রদান কেবল তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়, বরং এটি বিজ্ঞানের সেই সত্যকে স্বীকার করা— যা বলে যে সত্য ও যুক্তিনির্ভর জ্ঞান হাজার বছরের ব্যবধানেও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় না। ভারতের এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করা বর্তমান প্রজন্মের গবেষকদের নৈতিক দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র:

১. Bhishagratna, K. K. (Ed. & Trans.). (1907–1916). The Sushruta Samhita: An English translation based on original Sanskrit text. Bharat Bhavan.
২. Kutumbiah, P. (1962). Ancient Indian medicine. Orient Longmans.
৩. Mukhopadhyaya, G. (1913). The surgical instruments of the Hindus: With a comparative study of the surgical instruments of the Greek, Roman, Arab and the modern European surgeons. Calcutta University.
৪. Sharma, P. V. (1992). History of Indian medicine: From antiquity to 1000 A.D. Indian National Science Academy.
৫. Singhal, G. D., & Guru, L. V. (1973). Anatomical and obstetrical considerations in ancient Indian surgery: Based on Sarira-Sthana of Susruta Samhita. Banaras Hindu University Press.
৬. Srivastava, A. K. (2014). Susruta: The father of surgery. Journal of Medical Biography, 22(1), 23–25. https://doi.org/10.1177/0967772013479275
৭. Thatte, D. G. (1994). Sushruta Samhita and its relevance to modern surgery. Chaukhambha Orientalia.
৮. মুখোপাধ্যায়, জি. (১৯২৩)। ভারতীয় ভেষজ ও শল্যবিদ্যার ইতিহাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।
৯. শাস্ত্রী, এ. (সম্পা.). (২০১০)। সুশ্রুত সংহিতা: সূত্রস্থান ও শারীরস্থান (বঙ্গানুবাদ)। নবপত্র প্রকাশন।
১০. সেন, এস. এন. (১৯৯০)। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।